আমঝুপিতে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের ত্রৈ-মাসিক সভা

‘ ‘সবারজন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরা, ঝরে পড়া রোধ ও কমিউনিটির অংশ গ্রহনে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ নানাভাবে কর্মসূচী গ্রহন ও বাস্তবায়ন করছে”। তার ধারাবাহিকতায় শনিবার সকাল ১০টার দিকে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর হলরুমে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচগ্রুপের ত্রৈ-মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গনসাক্ষরতা অভিযানের সহায়তায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি অধ্যাপক সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে মেহেরপুরের প্রাথমিক শিক্ষায় বর্তমান সার্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে মউকের নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম “তিনি ঝরে পড়া রোধে এস.এম.সি, পিটিএ ও স্লীপ কমিটির কার্যক্রম, কমিউনিটির অংশ গ্রহন সহ শিক্ষায় বিনিয়োগও শিশু বান্ধব শিক্ষা নিয়ে নানা কর্মসূচী তুলে ধরেন”।

এসময় আরো বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম কিবরিয়া, জেলা প্রোগ্রাম ম্যানেজার সাদ আহাম্মদ, প্রকল্পের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোছাঃ কাজল রেখা ।

অনুষ্ঠানে আমদহ ও আমঝুপি ইউনিয়নের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিচালনার স্বার্বিক দায়িত্বে ছিলেন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রমের সহকারী প্রোগ্রাম অফিসার মোঃ আশিক বিল্লাহ এবং মোছাঃ চাঁদ তারা সূর্য।

গাংনীতে আগুন পোহাতে গিয়ে

দগ্ধ সেই দিনমজুরের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে আগুন পোহাতে গিয়ে দগ্ধ দিনজমুর শাহাদুল ইসলাম (৫০) মারা গেছেন। আজ শনিবার (২০ জানুয়ারি) ভোরে ঢাকা মেডিকেলে কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তার মৃত্যু হয়।

শাহাদুল ইসলাম কল্যাণপুর গ্রামের তৈমুদ্দীনের ছেলে।গত বুধবার রাত ৯টার দিকে শীত নিবারণের জন্য বাড়ির পাশে আগুন পোহাচ্ছিলেন শাহাদুলসহ কয়েকজন প্রতিবেশী। হঠাৎ আগুন পোশাকে লেগে তার শরীরের অর্ধেক অংশ দগ্ধ হয়। প্রতিবেশীরা তাকে দ্রুত গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং পরে ঢাকা মেডিকেলে কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, শাহাদুলের শরীরের অর্ধেক দগ্ধ হয়েছিল।

মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে স্থানীয় ইউপি সদস্য কাওছার আলী জানান, তার শরীরের অর্ধেক অংশ পুড়ে যাওয়ায় চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়া হয়েছিল। মরদেহ বাড়িতে আনার প্রক্রিয়া চলছে।

দলিল জাল করার অপরাধে মেহেরপুরে একজনের কারাদন্ড

দলিল জাল করার অপরাধে মেহেরপুরে আশরাফুল আলম নামের একজনকে ২ মাসের কারাদন্ড প্রদান করেছে ভ্রামমান আদালত। দণ্ডিত আশরাফুল আলম মেহেরপুর সদর উপজেলার বলিয়ারপুর গ্রামের আব্দুর রহিমের ছেলে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৮ জানুয়ারি) দুপুরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সরকারি কমিশনার (ভূমি) মাজহারুল ইসলামের ভ্রামমান আদালত এ কারাদন্ডাদেশ প্রদান করেন ।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাজহারুল ইসলাম জানান, আশরাফুল আলম মেহেরপুর সদর উপজেলার দরবেশপুর মৌজার একটি

দাগে চুয়াডাঙ্গা থেকে জাল দলিল তৈরি করেন। দলিল নং ৩২৬৭/২২ । পরে ঐ জাল দলিলটি নিয়ে মেহেরপুর সদর উপজেলা ভূমি অফিসে নাম খারিজ করতে আসেন। সাব-রেজিস্টারের সাক্ষর দেখে সন্দেহ হলে, দলিলটি যাচাই-বাছাই করা হয়। যাচাই-বাছাই শেষে জানতে পারি আশরাফুলের দাখিলকৃত দলিলটি জাল।

আজ আশরাফুলের নাম খারিজের শুনানি ছিলো। জেরার মুখে সে তার অপরাধ স্বীকার করলে, ভ্রামমান আদালত বসিয়ে দন্ডবিধি ১৮৬০ এর ২৯১ ধারায় ২ মাসের কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

জামিন পেলেন মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস

নির্বাচন পরবর্তি সহিংসতা মামলার জেরে ৮ দিন কারাভোগের পর জামিনে মুক্তি পেলেন মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস।

আজ মেহেরপুরের জেলা ও দায়রা জজ আদালতে জামিন চেয়ে আবেদন করলে আদালতের বিচারক মো: আব্দুর রহমান সরদার তাঁকে সহ দুজনের জামিন মঞ্জুর করেন। জামিনপ্রাপ্ত অন্যজন হলেন- মুজিবনগরের আনন্দবাস গ্রামের মামুন অর রশিদ।

জিয়া উদ্দিন বিশ্বাসের আইনজীবী মিয়াজান আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেন। জিয়া উদ্দিন বিশ্বাসের পক্ষে আরও আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন খ ম হারন বিন ইমতিয়াজ জুয়েল, কামরুল হাসান। সরকার পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর কাজী শহিদুল হক আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

জানা গেছে, গত ৮ জানুয়ারি সোমবার রাতে নৌকার সমর্থকরা আনন্দ মিছিলকে করে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি জিয়া উদ্দিনবিশ্বাসের

বাড়ির সামনে গিয়ে উস্কানিমূলক শ্লোগান দেয়। এসময় উভয় পক্ষের কর্মিদের সাথে সংঘর্ষ সৃষ্টি হলে এতে উভয় পক্ষের ২১ জন কর্মি সমর্থক আহত হয়। পরে মুজিবনগর থানা পুলিশ গিয়ে সেখানা ফাকা ৮ রাউন্ড গুলি ছুড়ে দু-পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় নৌকার সমর্থক আলতাফ হোসেন বাদি হয়ে মুজিবনগর থানায় জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দীন বিশ্বাসকে প্রধান আসামী করে ২৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

গত ১০ জানুয়ারি মুজিবনগরের আমলি আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করেন জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস। আদালত তার জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠায়।

গাংনীতে আগুন পোহাতে গিয়ে দিনমুজুর অগ্নিদগ্ধ

মেহেরপুরের গাংনীতে আগুন পোহাতে গিয়ে শাহাদুল ইসলাম(৫০) নামের এক দিনমজুর অগ্নিদগ্ধ হয়েছে। গতকাল বুধবার রাত নয়টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। সাহাদুল ইসলাম উপজেলার কল্যানপুর গ্রামের মৃত তৈমদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, তীব্র শীতের শরীরে তাপ নেওয়ার জন্য আগুন জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করে সাহাদুল। এসময়ে শরীরে থাকা পোশাকে অসাধানবশত আগুন লেগে যায় । স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ নিয়ে আসে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক সুমাইয়া শারমিন জানান, সাহাদুল ইসলামের শরীরের ৫০ শতাংশ পুড়ে গেছে।উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কোন বার্ন ইউনিট না থাকায় উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেলে রেফার্ড করা হয়েছে।

তাপমাত্রা ৯.৮ ডিগ্রী, তবুও খোলা মেহেরপুরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

মেহেরপুরে গত এক সপ্তাহ ধরে চলছে মৃদু শৈত প্রবাহ। কনকনে ঠান্ডা ও হিমেল হাওয়াতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বুধবার দুপুর পৌনে তিনটা পর্যন্ত সূর্যের দেখাও মেলেনি। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে বের হচ্ছে না সাধারণ মানুষ। বিদ্যালয়গামী কোমলমতি শিক্ষার্থীরাও পড়েছে বিপাকে।

আজ বুধবার (১৭ জানুয়ারি) চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার কেন্দ্র সূত্রে জানা গেছে সকাল ৬ টা ও ৯ টার সময় মেহেরপুর জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৯.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাপমাত্রা বিচারে এটা মৃদু শৈত্যপ্রবাহ।

শৈতপ্রবাহ ও তাপমাত্রার ১০ ডিগ্রির নিচে নামলে স্কুল-কলেজ ও প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ রাখার নির্দেশনা রয়েছে মন্ত্রণালয়ের। তবে এ নির্দেশনা মানা হয়নি মেহেরপুর জেলায়। প্রজ্ঞাপনে অস্পষ্টতা, জেলাতে অবহাওয়া অফিস না থাকা এবং মোবাইল এপ্সের উপর নির্ভরতা এর প্রধান কারণ বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) গত ১৬ জানুয়ারী মঙ্গলবার বলেছিল, যেসব জেলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নামবে, সেসব জেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ রাখা হবে। আবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (বিদ্যালয়-২) মোহাম্মদ কবির উদ্দীনের স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে কোনো জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যদি ১০ ডিগ্রির নিচে নামে, সেক্ষেত্রে সেই জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ রাখা হবে বলে নির্দেশনা দেওয়া হয়। তবে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা থাকলেও বন্ধ হয়নি মেহেরপুরের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা ছিল। এমনকি চলেছে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও। মেহেরপুরে

আবহাওয়া অফিস না থাকাতে মোবাইল অ্যাপসে প্রদর্শিত তাপমাত্রার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ায় এই অবস্থা ঘটেছে বলে জানা গেছে।

মেহেরপুর শহরের জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এণ্ড কলেজে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক মিলে প্রায় দেড় হাজার শিক্ষার্থী লেখাপড়া করে। সকাল ৭ টা থেকে শিফট ভিত্তিতে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত শ্রেণী পাঠদান চালানো হয়। শিক্ষার্থীদের কষ্ট বুঝতে পেরেও জেলা শিক্ষা অফিস থেকে কোন নির্দেশনা না দেওয়ায় তারা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করতে পারছে না। একই অবস্থা জেলার অন্যান্য বিদ্যালয়গুলোরও।

ওই প্রতিষ্ঠানের উপাধাক্ষ সামসুর রহমান টুটুল জানান, অতিরিক্ত শীতে শিক্ষার্থীদের কষ্ট হচ্ছে। তবুও জেলা শিক্ষা অফিস থেকে কোন নির্দেশনা না দেওয়ায় ছুটি দেওয়া যাচ্ছে না।

এ বিষয়ে কথা বলার জন্য মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রুহুল আমিনের সাথে কথা বলা সম্ভব হয়নি। মুঠোফোনে বেশ কয়েকবার কল দিলেও তিনি কল ধরেননি।

মেহেরপুর জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্বাস উদ্দিন বলেন, ‘সকালে মোবাইল এপসে তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস দেখানোতে বিষয়টি আমরা জেলা প্রশাসকের অবহিত করি। জেলা প্রশাসকের পরামর্শে বিদ্যালয় খোলা রাখা হয়। তবে কিছু জায়গায় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা চলছে, সেক্ষেত্রে বেলা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধি সাপেক্ষে দেরিতে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে প্রকাশ্য দিবালোকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চুরি

মেহেরপুর শহরের কাথুলি বাসস্টান্ডে একটি সারের দোকান থেকে ৫৩ হাজার টাকা চুরির ঘটনা ঘটেছে। প্রকাশ্য দিবালোকে এই চুরির ঘটনাটি ঘটেছে।

বুধবার (১৭ জানুয়ারি) দুপুরে কাথুলি বাসস্টান্ড এলাকায় সাব্বির

টেডার্স নামে সারের দোকানে এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সাব্বির টেডার্সের স্বত্বাধিকারী রমজান আলী ওজু করতে কয়েক মিনিটের জন্য তার দোকান সংলগ্ন বাড়িতে গেলে,চুরির ঘটনাটি ঘটে। ওজু শেষে দোকানে এসে রমজান আলী তার দোকানের ক্যাশের ড্রয়ার ভাঙ্গা দেখতে পায়।

রমজান আলী বলেন, ইতোপূর্বেও তার দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছিল। পরে তিনি দোকানে সি সি ক্যামেরা লাগিয়েছেন। এরপরেও চুরির ঘটনা ঘটাতে তিনি হতাশ হয়ে পড়েছেন।

মেহেরপুর পৌর কবরস্থান থেকে বাঁধানো কবর গায়েব!

মেহেরপুর পৌর কবরস্থান থেকে গায়েব হয়ে গেছে ৮৮ বছরের পুরাতন একটি পাকা কবর। ঘটনাটিতে এলাকায় তোলপাড় শুরু হয়েছে।

কবরস্থান একটি সংরক্ষিত এলাকা। এখানে কবর দিতে গেলেও অনুমতির প্রয়োজন হয়। কবর পাকা করতে গেলেও যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি প্রয়োজন পড়ে। এমন একটি সংরক্ষিত স্থান থেকে রাতারাতি কবর গায়েব হয়ে যাওয়াতে সাধারণ মানুষের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। পাশাপাশি অনেকেই তাদের স্বজনদের বাঁধানো কবর নিয়েও শংকিত হয়ে পড়েছেন।

স্থানীয়রা জানান, রাতারাতি গায়েব হয়ে যাওয়া কবরটি সুলতান উদ্দিন খাঁ’র ছিলো। সূদৃশ্য বাধানো কবরটি মেহেরপুর পৌর গোরস্তানের প্রাচীনতম কয়েকটি বাঁধানো কবরের একটি। সুলতান উদ্দিন খাঁ বৃটিশ শাসনামলে কাচারির নাজির ছিলেন। তার ছেলে গোলাম মোস্তফা খাঁ মেহেরপুর মহকুমার এসডিও অফিসের নাজির ও মুক্তিযুদ্ধের একজন সংগঠক ছিলেন।

কবর জিয়ারত করতে আসা মোঃ নাজিম ইকবাল বলেন, আমি ছোটবেলা থেকেই সুলতান উদ্দিন খাঁ’র সদৃশ্য বাঁধাই করা কবরটি দেখে আসছি। পাশেই আমার বাবা ও দাদার কবর। আজ কবর জিয়ারত করতে এসে পাশের বাঁধানো

কবরটি দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হয়েছি। পরে জানতে পারলাম কেউ একজন কবরটি ভেঙে বাড়ি নিয়ে গেছে। আমার মতে যে এই কাজটি করেছে সে প্রকৃতই একজন নিকৃষ্ট ব্যক্তি।

মেহেরপুর পৌর গোরস্তানের কেয়ারটেকার মোঃ হারুন বলেন, কয়েকদিন আগে সুলতান উদ্দিন খাঁর দৌহিত্র কয়েকজন লোক সাথে করে এনে কবরটি ভেঙে ফেলে। পরবর্তীতে ধ্বংসাবশেষ ভ্যানে তুলে নিয়ে যায়। আমি বাধা দিতে গেলে বলে আত্মীয় স্বজনকে আমি সামলাবো। পরবর্তীতে আমি পৌর মেয়রের কাছে বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ দিয়েছি।

স্থানীয় একটি মসজিদের মুয়াজ্জিন ও ইসলামী বক্তা মোঃ রুহুল আমিন বলেন, কবর বাঁধানো নিয়ে নানা ভিন্ন মত আছে। তবে যে কবরটি বাধানো আছে সেটি নিশ্চিহ্ন করা কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের কাজ হতে পারে বলে আমার মনে হয় না। অপকর্মকরীকে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া উচিত। এছাড়াও গোরস্থানের ভাব গাম্ভীর্য বজায় রাখার জন্যও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

সুলতান উদ্দিন খাঁ’র দৌহিত্র অ্যাডভোকেট মোখলেসুর রহমান স্বপন বলেন, কাজটি যে করেছে, খুবই অন্যায় করেছে। এর বেশি আমি কিছু বলতে পারব না।

মেহেরপুর পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মন্জুরুল কবির রিপন বলেন, আমি কেয়ারটেকারের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি দিনের বেলাতেই কবরটি ভেঙে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কে ভেঙেছে সে বিষয়টিও জানতে পেরেছি। আরও বিস্তারিত জেনে আগামীকাল আপনার সাথে কথা বলবো।

মেহেরপুর পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং পৌরসভার প্যানেল মেয়র-২ নুরুল আশরাফ রাজিব বলেন, ‘ঘটনাটির সম্পূর্ণ দ্বায় সমগ্র পৌর পরিষদের উপরেই এসে পড়ে। আমরা সংরক্ষিত স্থানটির নিরাপত্তা বিধানে ব্যর্থ হয়েছি। যেখানে কবর দিতেই অনুমতির প্রয়োজন হয়, সেখান বিনা অনুমতিতে পাঁকা কবর ভেঙে নিয়ে যাওয়া এবং স্থানটিকে নিশ্চিহ্ন করার ঘটনাটি পৌর গোরস্থানের নিরাপত্তার ঘাটতি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। এটি অবশ্যই একটি অপরাধ।

সদর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আশরাফ বলেন, এ ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

স্বাধীনতার ৫২ বছর পর মুক্তিযোদ্ধা স্বীকৃতি পেলেন বাকের আলী

অবশেষে মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি পেলেন মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার গৌরীনগর গ্রামের মোঃ বাকের আলী। তিনি ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের পবিত্র কোরআন পাঠক ছিলেন। স্বাধীনতার ৫২ বছর পর তিনি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন। তিনি মুজিবনগর ডিগ্রী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রভাষক।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গেজেট শাখার উপসচিব আবুল বাকের মোঃ তৌহিদ স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে গত ৫ জানুয়ারি তার নাম প্রকাশ হয়েছে। একই গেজেটে বাকের আলী সহ মেহেরপুর জেলার মোট ৫ জনকে নতুন ভাবে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

এর আগে মুক্তিযোদ্ধার তালিকা থেকে অজ্ঞাত কারণে বাদ পড়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ বাকের আলীর নাম। বীর মুক্তিযোদ্ধা বাকের আলীর স্বীকৃতি পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তিনি নিজেই।

আজ মঙ্গলবার (১৬ জানুয়ারি) বিকালে বীর মুক্তিযোদ্ধা বাকের আলী মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, ‘দেরিতে হলেও স্বীকৃতি দেওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। পাশাপাশি যাদের সহযোগিতার কারণে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছি তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।’

বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন আব্দুল মালেক(অবঃ) বলেন, ‘যিনি বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন পাঠ করেছিলেন তিনি অবশ্যই মহান মুক্তিযুদ্ধের একটি অংশ।দুর্ভাগ্যজনক ভাবে এতদিন তিনি তার প্রাপ্য স্বীকৃতি পাননি। তবে দেরিতে হলেও স্বাধীনতার ৫২ বছর পর বাকের আলীকে তার জীবদ্দশাতেই মুক্তিযোদ্ধা স্বীকৃতি দেওয়াতে আমি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পাশাপাশি বীর মুক্তিযোদ্ধা বাকের আলীর দীর্ঘায়ু কামনা করছি।’

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আজগর আলী বলেন, ‘বাকের আলীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি প্রাপ্তির গেজেটটি আমি দেখেছি। গেজেটে নাম প্রকাশ হওয়ায় বীর মুক্তিযোদ্ধা বাকের আলীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে তার সকল সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমরা নেবো।’

মেহেরপুর জেলা রোভার স্কাউটসের নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস মেহেরপুর জেলা রোভারের নির্বাহি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২ টায় পাওনিয়ার প্রফেশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে অনুষ্ঠিত সভায় জেলা রোভারের সহ- সভাপতি নুরুল আহম্মেদ এর সভাপতিত্বে এবং সম্পাদক ফররুখ আহমদ এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা রোভারের কমিশনার প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, জেলা রোভারের ডিআরএসএল আনোয়ার হোসেন, সহকারী কমিশনার জাহির হোসেন চঞ্চল, কোষাধ্যক্ষ রফিকুল আলম বকুল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন, ইউনিট লিডার আসাদুজ্জামান, রোকেয়া খাতুন ও ওয়াহিদুজ্জামান টিটুসহ জেলা রোভারের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় আগামী ২৭ শে জানুয়ারি বাংলাদেশ স্কাউটস এর সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে দেশব্যাপী একযোগে বিভিন্ন কর্মসূচী পালনে জেলা রোভারের করণীয় এবং বিভিন্ন উপ -কমিটি করা হয় । জেলা রোভারের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে জেলা শিল্পকলা একাডেমি থেকে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্ক পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন ইউনিটের রোভার, প্রাক্তন রোভার, জেলা রোভারের কর্মকর্তা সহ সবাইকে নিয়ে র্যালি, আলোচনা সভা, রোভারদের করণীয় নিয়ে কয়েকটি সেসন পরিচালনা, প্রজেক্টরের মাধ্যমে শহরের কয়েকটি স্থানে ভিডিও প্রদর্শনী সহ বাংলাদেশ রোভার স্কাউটস এর সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হবে। মেহেরপুর জেলা রোভার স্কাউটস বাংলাদেশ স্কাউটস এর সাথে মিল

রেখে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করবে।

এছাড়া সভায় আগামী ২-৪ ফেব্রুয়ারিতে মুজিবনগর সরকারি কলেজে অনুষ্ঠিতব্য জেলা মুট নিয়ে ও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।